পুনরাবির্ভাব ইয়েটস

ঘুরে ঘুরে বলয় - বিস্তারে যেন ওঠে
বাজপাখি, শুনতে পায় না চালকের ডাক;
সব কিছু ছত্রাকার; ঘূর্ণিকেন্দ্র ধারণে অক্ষম;
নিছক নৈরাজ্যে আজ পৃথিবী ছেয়েছে, রাশ ছিঁড়ে,
রক্তে অন্ধ জোয়ারের ঢল নেমে আসে, চারিদিক
ডুবে যায় উৎসবে জড়ানো ছিল সারল্য যা কিছু;
শ্রেষ্ঠ যারা, তাদের গিয়ে খসে সমস্ত বিশ্বাস, আর
নিকৃষ্টের দলে তীব্র প্রবৃত্তি - তাড়না।

নিশ্চয়ই আসন্ন কোনো জ্যোতির্ময় সত্য - উন্মোচন;
নিশ্চয়ই আসন্ন সেই 'পুনরাবির্ভাব।'
'পুনরাবির্ভাব!' বলতে - না - বলতেই যেন
নিখিলের চেতনা - গহনজাত সুবিশাল দৃশ্য, দৃশ্যে
দৃষ্টি বিচলিত মভূমি, বালি, বালিতে কোথাও
মূর্তি এক, সিংহের শরীরে যুক্ত মানুষের মুখ,
স্থিরশূন্য দৃষ্টি, নির্মমতা, কেমন সূর্যের মতো,
ঊর জড়িমা ভাঙে, সর্বত্র যখন
সরোষ ঘৃণায় যত মপাখি ঘূর্ণিছায়া ফেলে।
অন্ধকার নামে, ফের নামে যবনিকা; কিন্তু ইতিমধ্যে আমি বুঝে গেছি
বিশশতবর্ষব্যাপী পাথুরে জড়িমা ঘুম
নিশি - পাওয়া দুঃস্বপ্নে অস্থির করে তুলেছিল আঁতুড়ের দোলা
সে কোন বর্বর পশু, সময় এসেছে ফিরে, তাই অবশেষে
জবুথবু পায়ে যায় বেথলেহেম, জন্ম হেনে বলে?

শেষ চারটি লাইনে খৃষ্টপূর্ব দুহাজার বছরব্যাপী যুগের শেষে যেমন
বেথলেহেমে যীশুর ন্ম এক নবযুগের সূচনা, তেমনি এই নবযুগের ধবংস ও
অবসান আগত (২০০০ এ. ডি); পরবর্তী যুগের সংকেত।

সুনীলকুমার নন্দী